ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

জাহ্নবীর শরীরের বিউটি স্পট দেখতে চেয়ে ক্ষুদেবার্তা
পৃঃ ৫

ছুটি কাটিয়ে মায়ামিতে মেসি
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০১২ ● কলকাতা ● ২৬ পৌষ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১২ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র সাংবাদিক

মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে পিষে হত্যার চেষ্টা, সরকারের উচিৎ নিরাপত্তা দেওয়া

কলকাতা, ১১ জানুয়ারী, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সাংবাদিক সংগঠনগুলি গতকাল কলকাতার আলিপুর গোপাল নগর এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে একটি গাড়ি দিয়ে পিষ্ট করে হত্যার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেছে এবং তাকে অবিলম্বে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে।

এখানে জারি করা এক বিবৃতিতে হামলার তথ্য দিয়ে রাজ্য থেকে প্রকাশিত তিনটি দৈনিকের সম্পাদক জনাব সরদার বলেছেন যে এই ঘটনায় তার হাতে, পায়ে ও কাঁধে আঘাত লেগেছে, তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে। . প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে এ ধরনের ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করে সরকার ও প্রশাসনের কাছে নিজের নিরাপত্তা দাবি করেছেন।

সার্ক সাংবাদিক ফোরামের আন্তর্জাতিক প্রধান, রাম নাথ বিদ্রোহী বলেছেন যে জনাব সর্দার ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বাংলা সরকারের উচিৎ তাদের

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূলের মুখপাত্রে আসতে পারে বদল,

'বেশি কথা' ভালভাবে নিচ্ছে না দল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখপাত্র দলের মুখ। সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, তাঁদের বক্তব্যকেই দলের বক্তব্য হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই তাঁদের বাকসংযমের দখলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখপাত্রদের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট। বুধবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। লোকসভা ভোটের আগে মুখপাত্রদের নতুন তালিকা তৈরি করা হতে পারে বলে এদিনের বৈঠকে মমতা ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে খবর। এমনও অভিযোগ ওঠে, তৃণমূলের মুখপাত্রদের একটা অংশ 'নবীনপন্থী'। তাঁদের বক্তব্যে সে সুরও পাওয়া যায়। তাঁদের বক্তব্য ঘিরে বিভিন্ন সময় দলের অন্দরেই বিতর্ক শুরু হয়। নবীন-প্রবীণের টানাপোড়েনের আবহে এই নয়া তালিকা তৈরির ভার সুব্রত বক্সী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বর্তেছে বলেও খবর। মমতা চান, দলে গণতন্ত্র বজায় থাক। কারও কিছু বলার থাকলে তা তাঁকে, অভিষেক কিংবা সুব্রত বক্সীর কাছে জানাতেও এদিন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সী ছিলেন। সূত্রের খবর, সেখানেই মুখপাত্রদের ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন দলনেত্রী। দলের ভিতরের কথা যাতে বাইরে না বলা হয়, সে বার্তাও দিয়েছেন। এমনও শোনা যাচ্ছে, তৃণমূলে নতুন মুখপাত্র নিয়োগ করা হতে পারে। এদিনের বৈঠকে নাকি তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা।

শুধু মুখপাত্রই নন, দলের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা প্রকাশ্যে নানারকম মন্তব্য করেন। যা বিড়ম্বনায় ফেলে দলকেই। হইহই পড়ে যায়। সূত্রের খবর, বুধবারের বৈঠকে উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গও। সূত্রের দাবি, দলনেত্রী স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রকাশ্যে এভাবে মুখ খোলা বরদাস্ত করা হবে না। নেওয়া হতে পারে কঠিন ব্যবস্থা।

গঙ্গা সাগরে ঘন কুয়াশায় বিপন্ন তীর্থযাত্রা,

পুণ্যার্থীদের ভোগান্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাগরদ্বীপ/ কলকাতা। মোক্ষনগরী নামে খ্যাত গঙ্গাসাগরে জেলা প্রশাসন প্রতিটি ব্যবস্থা শক্ত বলে দাবি করলেও কুয়াশা ও পরিবহণ পরিষেবা নিয়ে জেলা প্রশাসনের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও কুয়াশায় গঙ্গাসাগর তীর্থস্থানে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং পূণ্যার্থীদের মতে, যাতায়াতের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে।তীর্থযাত্রীদের মতে, অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত পূণ্যার্থীদের মধ্যেও পদদলিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় দোকানদার ও পুণ্যার্থীদের মতে, মেলার উদ্বোধনের দিনেও গঙ্গাসাগরে অনেক পুণ্যার্থীকে উপরোক্ত সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এদিনও ঘন কুয়াশার কারণে কাকদ্বীপের লট ৮ থেকে মুরিগঙ্গা নদীর কচুবেড়িয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা জাহাজ চলাচল বন্ধ ছিল। বুধবারও নদীতে পলি জমে যাত্রী বোঝাই জাহাজটি লট ৮ জেটি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা আটকে থাকে। এমতাবস্থায় পুণ্যার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করেও একই অবস্থা রয়েছে। তবে নৌযান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি প্রশাসনের। এ প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি শুনেছি। পলির ওই অংশ দ্রুত খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আশা করি এমন

এরপর ৩ পাতায়

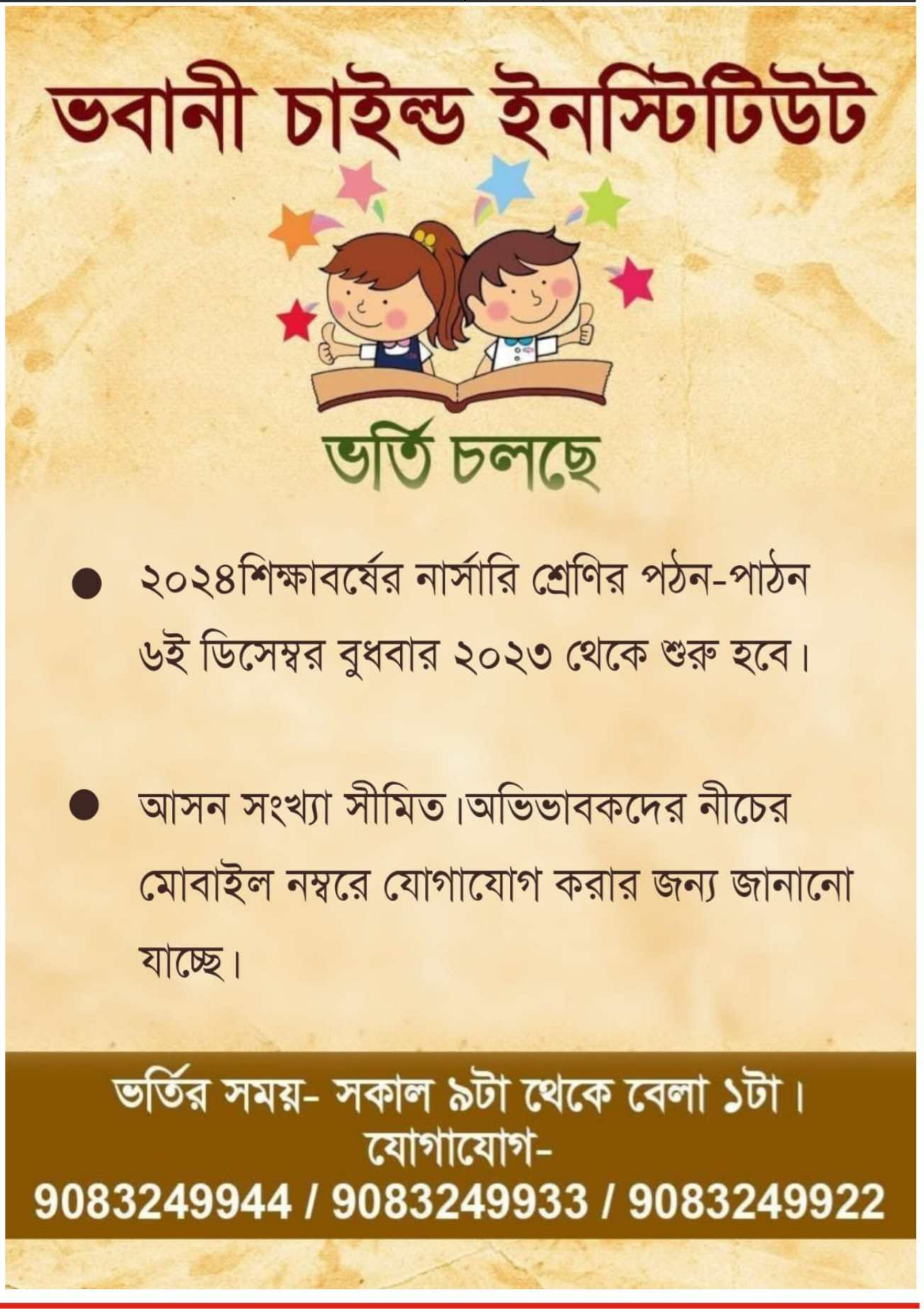

আবারো সুন্দরবন এলাকায় দুস্ত

পড়ুয়াদের শীতের কম্বল বিলি করলেন কাঁটামারী বালক সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা: নিউজ সারাদিন : আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী ব্লকের সুন্দরবন এলাকায় কাঁটামারী বালক সংঘ শহীদ ভগৎ সিং শিক্ষা নিকেতনের দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শীতের কম্বল তুলে দেন সংস্থার সম্পাদক সমতুল নস্কর,মালতী নস্কর,সনকা সরদার সহ অন্যান্ন সদস্য বৃন্দ ও স্কুলের শিক্ষিকা বৃন্দ।

আর্থিক সাহায্য করেছেন ,দিল্লির নিবাসী শ্রদ্ধেয় রবিন চ্যাটার্জী ,শ্রদ্ধেয় সুব্রত উপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় জগেন্দ্র শিল্পকার মহাশয়।

কাঁটামারী বালক সংঘ প্রতিবছর কয়েক দফায় বিভিন্ন মহান দানী ব্যক্তিদের সাহায্য সংগ্রহ করে সুন্দরবন এলাকায় শাড়ী,কম্বল প্রভৃতি দুস্ত অসহায় মানুষ কে দিয়ে থাকে। আজ শহীদ ভগৎ সিং শিক্ষা নিকেতনে ১৬২ জন দুস্থ শিশুদের কম্বল দেয়া হলো। এই কম্বল পেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক অভিভাবিকা বৃন্দ খুব খুশি।

উদার আকাশ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল

স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন মহিউদ্দিন সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবিশাল ময়দানের সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেকের প্রেস কর্নারে 'উদার আকাশ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার' এ ভূষিত ও সম্মানিত হতে যাচ্ছেন কৃতী ও বরেণ্য লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব, মহিউদ্দিন সরকার। ইসলামের উপর লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা হচ্ছেন জনাব মহিউদ্দিন সরকার। সমৃদ্ধ এই আয়োজনটির শুভ উদ্বোধনে প্রখ্যাত কবি ও পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি শ্রী সুবোধ সরকার উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট ড. গৌতম পাল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, সাবেক সাংসদ ও স্বনামধন্য লেখক ড. মইনুল হাসান, বারাসাত বিধানসভার বিধায়ক ও প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক দেবাশিস পাঠক এবং ওপার বাংলার বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রকাশক মোঃ আবু সাঈদ, লেখক মুরারীশংকর বিশ্বাস, কাজী নজরুল ইসলাম পরিবারের সদস্য বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নূপুর কাজী প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। যথারীতি, সেদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে, উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় শতকণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সংগীত 'কারার ঐ লৌহ-কবাট' পরিবেশিত হবে বলে জানা গেছে। আলোচিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটির এক অনন্য সুন্দর বিষয় হল দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জোয়ারকে একই গতিতে ধাবমান করে তোলা। উল্লেখ্য, উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, কবি ফারুক আহমেদ তাঁর বর্ণিল কর্মমুখর জীবনে দুই বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে এক সমৃদ্ধির ধারাকে বেগবান করে তুলতে সর্বদাই এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন। ভারত ও বাংলাদেশের মাঝে মৈত্রীর এই বন্ধনকে আরও জোরদার ও মধুর করে তুলতে তিনি তাঁর প্রকাশনী উদার আকাশ-এর মুরালিতে সর্বদাই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির নব সুরের মূর্ছনা জাগিয়েছেন। তাঁর মহৎ এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এপার বাংলার সাহিত্যপ্রেমীরাও। যার প্রতিফলন ঘটছে এখানেও। সুযোগ্য সম্পাদক জনাব ফারুক আহমেদের আমন্ত্রণে ওপার বাংলার গবেষক ও প্রকাশক মোঃ আবু সাঈদের উপস্থিতি উক্ত অনুষ্ঠানকে আরও বেগবান করে তুলবে বলে দুই বাংলার সাহিত্যমনাদের বিশ্বাস।

দুই বাংলার মাঝে সুস্থধারার সাহিত্যচর্চার এই রোডম্যাপ তৈরি করে নিতে মোঃ আবু সাঈদ ও ফারুক আহমেদ সর্বদাই নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, জনাব মহিউদ্দিন সরকার তাঁর 'ইসলামের পরিচয়' নামক মূল্যবান গ্রন্থটির জন্য পুরস্কৃত হতে যাচ্ছেন। ভারতীয় অর্থমূল্যে যার অঙ্ক ১ লক্ষ ১ টাকা মাত্র।

ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা!

রাজ্যবাসীকে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবছর পেরতে না পেরতেই ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। দেশজুড়ে বাড়ছে আক্রান্তের

এরপর ৩ পাতায়

iLEAD উদ্ভাবন এবং শিল্প-একাডেমিক সহযোগিতার সাথে

iLEAD একাডেমি চালু করলো

Kolkata, January 8th, 2024: নিউজ সারাদিন : iLEAD দ্য ইনস্টিটিউট অফ লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ৪ঠা জানুয়ারী, ২০২৪-এ কলকাতার iLEAD ক্যাম্পাসে তার এক্সিকিউটিভ এডুকেশন ডিভিশন, iLEAD একাডেমি চালুর ঘোষণা করতে পেরে খুবই রোমাঞ্চিত।

iLEAD একাডেমি আজীবন শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করার জন্য প্রস্তুত, খেলাধুলা, অর্থ, চা শিল্প, অতিথিসেবা, জীবনধারা, পর্যটন এবং অন্যান্য সেক্টরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একাডেমি তিন ধরনের কোর্স অফার করে-কিউরেটেড কোর্স, সার্টিফাইড ডিপ্লোমা কোর্স এবং ক্যাপসুল কোর্স যা অনন্য চাহিদা পূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কর্পোরেটদের, কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, ভবিষ্যৎ নেতাদের তৈরি করে এবং একটি কাস্টমাইজড শেখার যাত্রা তৈরি করে।

এমন খুব কমই ঘটে, যে একটি প্যানেলে বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠিত নাম রয়েছে, যারা ভবিষ্যতের শিক্ষা নীতি এবং তাদের নিজ নিজ শিল্পের সাথে তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে একসাথে বসে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাঁচটি পেশাদার ডিপ্লোমা কোর্সের সূচনা হয়, যেগুলো মর্যাদাপূর্ণ শিল্প অংশীদারদের সহযোগিতায় পরিচালিত হবে: পিএস গ্রুপের সহযোগিতায় রিয়েল এস্টেট ম্যানেজমেন্ট, প্লোটাচ স্পোর্টসের সহযোগিতায় স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট, ইলেভেন আইএনসি, -এর সহযোগিতায় ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজমেনট, আইআইআরডব্লিউ এর সহযোগিতায় ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট এবং টি ভিশন ট্রাস্টের সহযোগিতায় চা ব্যবস্থাপনা।

একটি গভীর প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মিঃ প্রদীপ চোপড়া, চেয়ারম্যান, পিএস গ্রুপ এবং আইলিড, মিঃ তাপস সাহা অধ্যাপক, কর্পোরেট প্রশিক্ষক এবং আর্থিক পরিকল্পনা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ডোমেইন বিশেষজ্ঞ, মিঃ হেমন্ত মেদিরাত্ত, প্রতিষ্ঠাতা, ওয়ান রিপ গ্লোবাল, মিঃ ইন্দ্রজিৎ ভালোটিয়া, প্রতিষ্ঠাতা, প্রোটাচ ক্রীড়া, মিঃ অরুণ নারায়ণ সিং, প্রতিষ্ঠাতা, টি ভিশন ট্রাস্ট, মি. অশোক ভার্গব, চেয়ারম্যান টি ভিশন ট্রাস্টে, মিঃ পিকে ভট্টাচার্য, সেক্রেটারি জেনারেল, টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, মিঃ অতুল আস্থানা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, গুডরিচ গ্রুপ লিমিটেড, মিঃ নয়নতারা পাল চৌধুরী, সভাপতি, চা গবেষণা সমিতি, মিঃ অরিজিৎ রাহা, মহাসচিব, ভারতীয় চা সংঘ, গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড-এর মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান মিঃ প্রাঞ্জল নিয়োগী এবং এইচএমসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ রাম্মি আনন্দ সেশনে মডারেটর ছিলেন।

প্যানেল আলোচনার সময়, মিঃ রুমি আনন্দ উন্নত ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রদানের জন্য iLEAD একাডেমি গঠনের প্রশংসা করেন।

মিঃ প্রদীপ চোপড়া শিল্প এবং একাডেমিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্বের উপর জোর দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার জন্য সংস্থাগুলির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেছেন।

মিঃ হেমন্ত মেদিরাত্ত একাডেমিয়া এবং শিল্পের মধ্যে ব্যবধান দূর করার ও ক্রমাগত শিক্ষা ও উন্নয়নের পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

মিঃ ইন্দ্রজিৎ ভালোটিয়া সাম্প্রতিক যুগে খেলাধুলায় প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন এবং কীভাবে মহামারীর আকস্মিক আঘাত সকলকে খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে তার ওপর জোর দেন।

মিঃ তাপস সাহা প্রস্তাবিত কোর্সের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং এই গতিশীল ও চ্যালেঞ্জিং শিল্পে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তিদের ক্রমাগত শেখার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে বলেন। তিনি জিডিপি থেকে সংখ্যা উল্লেখ করে দেশে কোটিপতির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে আর্থিক খাতে নতুন ভোরের সূচনা করেন।

মিঃ অরুণ নারায়ণ সিং নির্দিষ্ট শিল্পে ভবিষ্যৎ লিডার তৈরি করার জন্য টি ভিশন ট্রাস্টের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করেন, এই সেক্টরের জন্য প্রশিক্ষিত পেশাদারদের প্রদানের লক্ষ্যে জোর দেন, যা মিঃ অতুল আস্থানা এবং মি. সুনীল সিং সিকান্দ দ্বারা সমর্থিত। মিঃ পি.কে. ভট্টাচার্য, মিঃ অরিজিৎ রাহা এবং মিঃ জয়দীপ ফুকন এআই-এর মতো নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং চা শিল্পে প্রভাব তৈরি করতে এই নতুন প্রযুক্তি এবং অনুশীলনগুলি কে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে কথা বলেন। মিঃ অশোক ভার্গব ও বলেন কিভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং সর্বশেষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্বলিত কোর্সগুলো ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কে প্রভাবিত করতে চলেছে।

ইভেন্টটি আইএলইএডি একাডেমি এবং শিল্প অংশীদারদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে। একটি অত্যন্ত প্রত্যাশিত সংবাদ সম্মেলন অনুসরণ করা হয়, যেখানে প্যানেল সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রোতা ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

লঞ্চের বিষয়ে বলতে গিয়ে, সুশ্রী প্রজ্ঞা চোপড়া, নির্বাহী পরিচালক, iLEAD, বলেন, "অত্যাধুনিক কোর্স এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি সহ, iLEAD একাডেমি কার্যনির্বাহী শিক্ষার ভবিষ্যৎকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত। এটি একটি দ্রুত বিকশিত বিশ্বে সাফল্যের জন্য ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের আবেগ দ্বারা চালিত গতিশীল, শিল্প-প্রাসঙ্গিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য।"

সন্দেশখালি পৌঁছে শাহজাহানের সঙ্গে

মোবাইলে কথা ইডির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির তদন্ত করতে সন্দেশখালি পৌঁছনোর পর শাহজাহান শেখের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল ইডির! কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে শুনে নাকি ফোন কেটে দেন তৃণমূল নেতা। আর ফোন ধরেননি। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে তেমনটাই। ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত শুক্রবার সকালে শাহজাহানের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে, তাঁকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা। গত শুক্রবার রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি যায় ইডির পাঁচ সদস্যের একটি দল। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। কিন্তু সেখানে কার্যত নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। তাঁদের ঘিরে ধরেন স্থানীয় মানুষজন। তৃণমূল নেতার বন্ধ বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করতেই ইডি আধিকারিকদের ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীদের একাংশ। নিজেদের শাহজাহানের অনুগামী বলে দাবি করা ওই গ্রামবাসীদের মারধরে আক্রান্ত হন ইডির তিন অফিসার। তাঁদের মধ্যে এক জনের আঘাত ছিল গুরুতর। সেই সময় ইডির অফিসারদের ল্যাপটপ, মোবাইল, ব্যাগ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ঝামেলার সময় ওই দলের মধ্যে থাকা কেউ ইডির ল্যাপটপ, মোবাইল এবং ব্যাগ সরিয়ে নিয়েছেন। কারণ, সন্দেশখালি থেকে ফেরার সময় আর এই সমস্ত জিনিস খুঁজে পাননি ইডির কর্তারা। এর পর মারমুখী জনতার হাত থেকে কোনও মতে 'বেঁচে ফেরেন' ইডি আধিকারিক এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যেরা। কয়েক জনকে অটো ধরে পালাতে দেখা যায়। পরে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় ইডির তিন আধিকারিককে।তৃণমূল নেতা সেই ফোন তোলেনও। কিন্তু ইডি আধিকারিকেরা তাঁকে বাড়ির দরজা খুলতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফোন কেটে দেন।

ইডি সূত্রে খবর, এর পর বার বার ফোন করা সত্ত্বেও শাহজাহান আর ফোন ধরেননি। তৃণমূল নেতার অন্য একটি নম্বরে ফোন করলেও, সেটি ব্যস্ত ছিল। অথচ দু'টি ফোনের লোকেশনই তখন বাড়ির ভিতরে দেখাচ্ছিল বলে ইডি দাবি করেছে। ইডি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মনে করছে, তল্লাশি অভিযান ঠেকাতে, তদন্তকারী আধিকারিকদের ফোন কেটে নিজের অনুগামীদের ফোন করেন শাহজাহান। ফোনে ইডি আধিকারিকদের এলাকাছাড়া করার জন্য অনুগামীদের উস্কানি দেন। কলকাঠিও নাড়েন। আর তার পরেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং শাহজাহান-অনুগামীরা এসে ইডি আধিকারিকদের মারধর করেন বলে অভিযোগ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।যদিও এই প্রসঙ্গে শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর আনন্দবাজার অনলাইনকে জানিয়েছিলেন, শাহজাহান রোজ ভোরে হাঁটতে বেরোন। ফোন রেখে যান বাড়িতে। সেই কারণেই হয়তো ইডি তাঁর দাদার ফোনের লোকেশন বাড়ির ভিতরে দেখেছে। আলমগীর বলেন, "অনুমান, ইডি, সিবিআইও বলছে, ফোনের লোকেশন দেখাচ্ছে, ওই বাড়িতেই হয়তো ছিলেন দাদা। উনি ভোরে হাঁটতে যান। সে সময় বাড়িতে ফোন রেখে বার হন। তখনও হয়তো তা-ই করেছিলেন। "প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে ইডি। অভিযোগ উঠেছে ইডির বিরুদ্ধেও। আর তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, রেশন দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি করতে গিয়ে তাদের আধিকারিকদের উপর হামলা করা হয়েছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম মারফত তারা জানতে পেরেছে, ওই ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে। শুধু তাই নয়, আদালতে ইডি জানিয়েছে, তাদের হেনস্থা করতে নতুন নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করুক। বুধবার এই আবেদন শোনার পর মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

১-ম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের সিনিয়র সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে পিষে হত্যার চেষ্টা, সরকারের উচিৎ নিরাপত্তা দেওয়া

অবিলম্বে নিরাপত্তা দেওয়া। পিরিওডিকাল প্রেস অফ ইন্ডিয়ার (পিপিআই) সভাপতি ডঃ সুরেন্দ্র শর্মা বলেছেন যে সংবাদপত্রের সম্পাদককে হত্যার চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিৎ অবিলম্বে এই ঘটনাটি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া। ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উমেন্দ্র দাধিচ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং অবিলম্বে পুরো ঘটনার তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সেভ ইউএনআই আন্দোলনের আহ্বায়ক ও বিহার সরকারের প্রাক্তন প্রেস উপদেষ্টা ড. আর কে রমন এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সংগঠনটির সমন্বয়ক ও প্রখ্যাত সিনিয়র সাংবাদিক ড. সমরেন্দ্র পাঠক।

১-ম পাতার পর

গঙ্গা সাগরে ঘন কুয়াশায় বিপন্ন তীর্থযাত্রা, পুণ্যার্থীদের ভোগান্তি

সমস্যা আর হবে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে যে মেলা শুরু হয়েছে, হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এসেছেন, হাজার হাজার মানুষ চলাচল করছেন এবং কয়েক ঘণ্টা পর ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি পবিত্র স্নান হবে। এমতাবস্থায় পলি সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করা যাচ্ছে না। লক্ষণীয় যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে এই বছর ২১টি ঘাটে ১০০টি লঞ্চ এবং ৩২টি জাহাজ রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন যখন উপরোক্ত স্তরের সমস্যা হচ্ছে, তখন মেলা চলাকালে সমস্যা বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে অভিযোগ পুণ্যার্থীদের। উপরোক্ত বিষয়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা অনন্যা মজুমদারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অনুদান বন্ধের ভয়! নামফলকে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'

লেখার 'নির্দেশ' রাজ্য সরকারের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসার চাপ? এ বার পুর-এলাকায় সরকারি আবাস 'হাউস ফর অল' বা 'সবার জন্য বাড়ি' প্রকল্পে তৈরি বাড়ির ফলকে লিখতে হবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কথা। ঠিক এমনটাওই নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা যাচ্ছে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রের প্রতিনিধিদল আসতে পারে। সেখানে এসে নাম বা ফলক নিয়ে কোনও বিতর্ক হলে এই প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিতে পারে সেই আশঙ্কা থাকছেই। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগেই পদক্ষেপ শুরু করল পুরকর্তৃপক্ষ। একাধিকবার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পাল্টে ফেলার অভিযোগ উঠেছে বাংলায়। পাল্টা নানা যুক্তি দিয়ে অভিযোগ খারিজ করেছে রাজ্য। তবে এবার কিছুটা ভিন্ন দৃশ্য। রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসার আগেই সুর নরম করল মমতা সরকার।

সূত্রের খবর, পুর এলাকায় হাউস ফর অল বা সবার জন্য বাড়ি প্রকল্পে যে সরকারি আবাস তৈরি হচ্ছে সেখানে বাড়ির ফলকে সম্প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম সহ অন্যান্য বার্তা লেখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। আর ওপরমহলের নির্দেশ আসার পরই জোর কদমে শুরু হয়েছে কাজ।

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর ও ডালখোলায় ইতিমধ্যেই পুরসভা আবাস যোজনার ফলক বদলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম, বার্তা লেখার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উল্লেখ না থাকলে ওই সব প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিতে পারে মোদী সরকার। তাই আগেভাগেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, গত মাসেই রাজ্য নগরোন্নয়ন সংস্থার তরফে উত্তরের এই পুরসভা গুলোতে নাম বদলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে নির্দেশ মেনেই জেলার চারটি পুর-এলাকায় যুদ্ধকালীন ততপরতায় শুরু হয়েছে কাজ। পুরসভা তরফে জানানো হয়েছে, "নির্দেশ মতো কাজ হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, কেন্দ্র-রাজ্যের মিলিত এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ তিন লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্র দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করে। রাজ্য প্রদান করে এক লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা। বাকি ২৫ হাজার টাকা উপভোক্তাকে প্রদান করতে হয়।

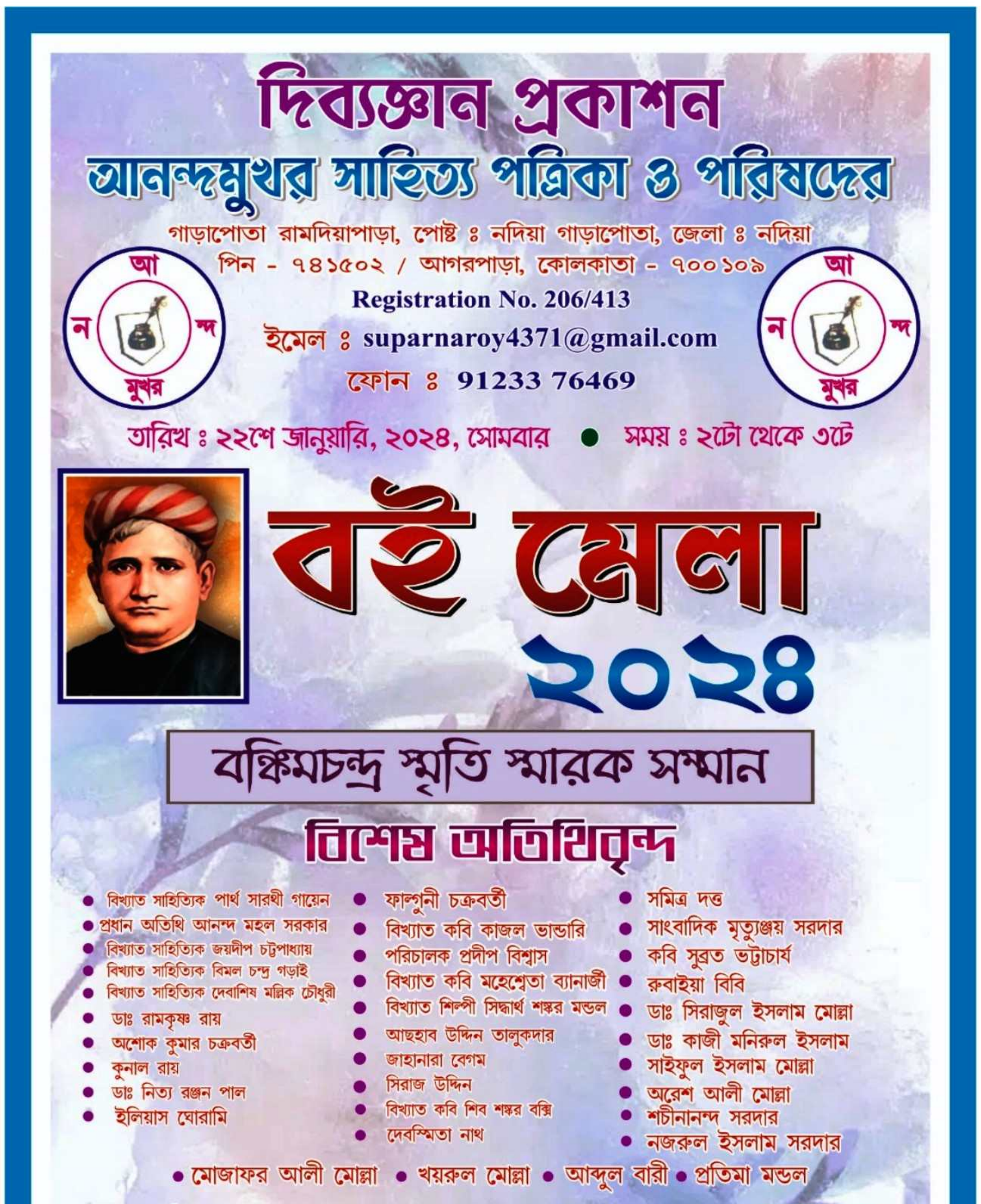

ইডির বিরুদ্ধে এখনই পুলিশি পদক্ষেপ নয়',

সন্দেশখালি কাণ্ডে নির্দেশ কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ডে আপাতত স্বস্তিতে ইডি। সোমবার পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না কড়া পুলিশি পদক্ষেপ। বৃহস্পতিবার এমনই মৌখিক নির্দেশ দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি, সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যান ইডি আধিকারিকরা। সেখানে তাঁর অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হন তিন আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে রামকুমার রাম নামে এক আধিকারিকের মাথা ফেটে যায়। আরও দুই আধিকারিকও গুরুতর চোট পান। তাঁদের প্রত্যেককে সেই সময় হাসপাতালেও ভর্তিও করা হয়। এর পর ওইদিন রাতে বনগাঁয় শংকর আঢ্যর বাড়িতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। তা সত্ত্বেও ইডির বিরুদ্ধে ঋওজ দায়ের হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে বিজেপি। ইডিও হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ইডি বৃহস্পতিবার আদালতে জানায়, 'সন্দেশখালির ঘটনায় মোট চারটি এফ আই আর দায়ের হয়েছে।তার মধ্যে একটি মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে আমাদের অফিসারদের মারধর করা হয়।' এসব শোনার পর বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের মৌখিক নির্দেশ, সোমবার পর্যন্ত ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ পুলিশ করতে পারবে না। সোমবারই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিকে, এফ আই আর খারিজের দাবিতে পালটা মামলা দায়েরের আবেদন করে ইডি। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। বেলা ১২টায় শুনানির সম্ভাবনা।

আজমেঢ় শরিফের দরগায় খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির উরসের সময়

চড়ানোর জন্য চাদর উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন। আজমেঢ় শরিফের দরগায় খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির উরসের সময় চড়ানোর জন্য তাঁদের চাদর উপহার দেন তিনি। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন: "মুসলিম সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করলাম। আজমেঢ় শরিফের দরগায় খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির উরসের সময় চড়ানোর জন্য তাঁদের চাদর উপহার দিয়েছি আমি।"

প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি মহারাষ্ট্র সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ জানুয়ারি দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে মহারাষ্ট্র সফর করবেন। নাসিকে পৌঁছনোর পর তিনি ২৭তম জাতীয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন। প্রধানমন্ত্রী মুম্বাইয়ে ৩টে ৩০ মিনিটে অটল বিহারী বাজপেয়ী সেওয়ারি - নব সেবা অটল সেতু উদ্বোধন করবেন এবং সেতু পার হবেন। বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে তিনি নবি মুম্বাইয়ে একটি জনসভায় অংশ নেবেন। সেখানে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী সেওয়ারি নব সেবা অটল সেতু:

শহরে যানবাহন পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়াই প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য। এজন্য গড়ে উঠেছে মুম্বাই ট্রান্সহারবার সংযোগ, যার নামকরণ হয়েছে 'অটল বিহারী বাজপেয়ী সেওয়ারি - নব সেবা অটল সেতু'। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৭ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে অটল সেতু নির্মিত হয়েছে। ছ'লেনের এই সেতুটি ২১.৮ কিলোমিটার লম্বা। আরব সাগরের ওপর এই সেতুটির দৈর্ঘ্য ১৬.৫ কিলোমিটার এবং স্থলভাগে এর দৈর্ঘ্য ৫.৫ কিলোমিটার। ভারতে এটা শুধুমাত্র দীর্ঘতম সেতুই নয়, দীর্ঘতম সাগরসেতুও বটে। মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নবি মুম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাতায়াতে গতি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, মুম্বাই থেকে পুণে, গোয়া এবং দক্ষিণ ভারত যাতায়াতের সময়ও অনেক হ্রাস পাবে। এর ফলে, মুম্বাই ও জওহরলাল নেহরু বন্দরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত হবে। নবি মুম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা:

প্রধানমন্ত্রী নবি মুম্বাইয়ে ১২ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ইস্টার্ন ফ্রি ওয়ের অরেঞ্জ গেট থেকে মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ একটি সুড়ঙ্গের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ৮ হাজার ৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৯.২ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গটি নির্মাণ করা হবে। এর ফলে, মুম্বাইয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রসারলাভের পাশাপাশি অরেঞ্জ গেট থেকে মেরিন ড্রাইভ পর্যন্ত যাতায়াতের সময় অনেকটাই হ্রাস পাবে। এরপর, সূর্য আঞ্চলিক পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের প্রথম পর্ব জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই জল প্রকল্প মহারাষ্ট্রের পালঘর ও থানে জেলায় পানীয় জল সরবরাহ করবে। এর ফলে, ১৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ২ হাজার কোটি টাকার রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে - উড়ান খারকোপার রেলপথের দ্বিতীয় পর্যায়। এর ফলে, নবি মুম্বাইয়ে শহরতলী রেল পরিষেবা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হবে। নেরুল্‌ বেলাপুর থেকে খারকোপার রেল পরিষেবা এখন উড়ান পর্যন্ত প্রসারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী উড়ান রেল স্টেশন থেকে খারকোপার পর্যন্ত একটি ইএমইউ ট্রেনের যাত্রা সূচনা করবেন। এছাড়াও, শহরতলীর অন্য আরও রেল প্রকল্পও রয়েছে। এর ফলে, নিত্য রেলযাত্রীরা উপকৃত হবেন। সান্তাক্রুজ বৈদ্যুতিন রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা - বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইইপিজেড - এসইজেড)- এ প্রধানমন্ত্রী রত্নালঙ্কার শিল্পের জন্য 'ভারতরত্নম' নামে একটি মেগা কমন ফেসিলিটেশন সেন্টার-এর উদ্বোধন করবেন। এ ধরনের উদ্যোগে ভারতে এই প্রথম। থ্রি-ডি মেটাল প্রিন্টিং সহ বিশ্বের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা এখানে পাওয়া যাবে। দক্ষতা বিকাশের জন্য এখানে একটি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থাকবে, যাতে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদেরও প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে। রত্নালঙ্কারের উন্নতমানের নক্‌শার জন্য এনইএসটি প্রথম পর্বের উদ্বোধনও করবেন তিনি। এই শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃহদায়তন উৎপাদনের সংস্থান এখানে রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নমো মহিলা সশক্তিকরণ অভিযানেরও সূচনা করবেন। মহারাষ্ট্রের মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে তাঁদের দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২৭তম জাতীয় যুব উৎসব:

দেশের উন্নয়নে যুবদের সামিল করতে প্রধানমন্ত্রী নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, নাসিকে ২৭তম জাতীয় ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে প্রতি বছর ১২ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই জাতীয় যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ বছর এই উৎসবের আয়োজক রাজ্য হ'ল - মহারাষ্ট্র। এবারের উৎসবের থিম করা হয়েছে 'Viksit Bharat@ 2047 দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মতো যুব প্রতিনিধি এতে যোগ দেবেন। এই উৎসবে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

২ পাতার পর

ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে করোনা! রাজ্যবাসীকে মাস্ক ব্যবহারের পরামর্শ মমতার

সংখ্যা। বাংলাতেও সংক্রমিতের হদিশ মিলেছে। সেই কারণেই সবদিক মাথায় রেখে রাজ্যবাসী সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।সম্ভব হলে মাস্ক ব্যবহারের কথাও বলেছেন তিনি ।এদিন নবান্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পারলে সবাই মাস্ক পরবেন। প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলোর কাছে আবেদন, আইসিসিইউ একটু স্যানিটাইজ করুন। সরকারি হাসপাতাল পরিচ্ছন্নই থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'একটু সতর্ক থাকতে হবে। আবার নতুন করে কিছু কিছু জায়গায় কোভিডের নতুন ভ্যারিয়্যান্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের এখানে কিছু খবর পাওয়া গেছে। করোনা যাতে ছড়িয়ে না পরে সেদিকে খেয়াল রাখুন। সবাইকে বলব যতটা পারবেন ততটা সতর্ক থাকবেন।' করোনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি পরিবারের দুজন সদস্যকে হারিয়েছি করোনার কারণে। তাই সকলকে বলব, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হন।'২০১৯ সালের শেষ দিক থেকে আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছিল করোনা । ২০২০ সালের শুরুতে তা বিরাট আকার নেয়। মারণ ভাইরাসের দাপটে ঘরবন্দি হতে হয়েছিল দেশবাসীকে। মেনে চলতে হয়েছে একাধিক নির্দেশ। তার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছে। টিকাকরণ হয়েছে। দাপট কমেছে করোনার। একবছরের ব্যবধানে ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে করোনা। বাংলায় বর্তমানে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা ২৪৯। ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ জন। সেই কারণেই রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০১২ সংখ্যা ১২ জানুয়ারী, ২০২৪ শুক্রবার ২৬ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সরকারি চাকরিতে ফের নতুন নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা, ৭ হাজারের বেশি শূন্যপদ

রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির শূন্যপদে শীঘ্রই নিয়োগ হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।বস্তির নামককরণ আগেই উত্তরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে এ বিষয়ে আরও এক প্রস্থ সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গেছে, আর বস্তি বলা যাবে না। উদ্বাস্তু কলোনিও বলা যাবে না। এখন থেকে নাম হল স্থায়ী ঠিকানা।

অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই উত্তরণ বা স্থায়ী ঠিকানায় যাঁরা রয়েছেন ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে ৯৯ শতাংশ মানুষ পাট্টা পেয়েছেন। বাকি ১ শতাংশ মানুষের পারিবারিক কিছু সমস্যা থাকায় এখনও সেটা করা সম্ভব হয় নি। আমরা চেষ্টা করছি সেই সমস্যা মেটানোর।রাজ্য মন্ত্রিসভার গত বৈঠকে দমকল বিভাগের ফায়ার অপারেটর পদে ১ হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে।বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত নতুন নিয়োগের প্রস্তাবে সায় দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে দুটি স্তরে মোট ৭ হাজার ২১৬ জনকে নিয়োগ করা হবে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে নবান্ন।

রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, এদিন ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজ্যের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের খালিপদে নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে শূন্যপদের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৫২টি এবং ৫৬৪টি শূন্যপদ রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতিতে।

নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, এরই পাশাপাশি রাজ্য পুলিশে খুব শিগগির ১২ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে। তার বিজ্ঞপ্তিও যে কোনওদিন প্রকাশ হতে পারে।এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে মানস ভুঁইয়ার পাশাপাশি হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং অরূপ বিশ্বাস।

শশী জানান, মেটিয়াবুরুজে একটা বড় টেক্সটাইল হাব তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও হাওড়ার জগদীশপুরে (এমএসএমই আওতাধীন) ৩.৬ একর জায়গা জুড়ে নতুন হোসিয়ারি পার্ক গঠন করা হচ্ছে। এখানে নতুন ১৫টি শিল্প সংস্থা আসবে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে প্রায় ১০ একর জায়গার ওপর একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরি হচ্ছে।

বস্তির নামককরণ আগেই উত্তরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে এ বিষয়ে আরও এক প্রস্থ সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গেছে, আর বস্তি বলা যাবে না। উদ্বাস্তু কলোনিও বলা যাবে না। এখন থেকে নাম হল স্থায়ী ঠিকানা।

কাকুর কণ্ঠের জেরে হাঁসফাঁস অবস্থা ইডি-র!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাকু আর তার 'বিখ্যাত' কণ্ঠস্বর। এই এক ইস্যু নিয়ে কতই না গল্প। দিন যায়, মাস যায়, কেটে যায় কত সময়, অবশেষে দীর্ঘ সাড়ে চার মাস ধরা গেল কাকুর কণ্ঠস্বর। বহু টানাপোড়েনের পর ইডির চাপে মুখ খুলতে হল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে ।সাধারণত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখন কোনও রাজ্যে তদন্ত করে তখন কোনো নির্দিষ্ট একজন আধিকারিককে সাধারণ মানুষের দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখার জন্য রাখা হয়। এ জন্য নির্দিষ্ট ইমেল আইডি বা ফোন নম্বর থাকে। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তেও সেরমটাই করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের চাইতে 'বেকার' পরামর্শই এসেছে ভুরি ভুরি।তবে এই কণ্ঠস্বর নিয়ে কাকু চাপে নাকি উল্টে চাপ বাড়ল কেন্দ্রীয় সংস্থার ওপর?

পাশের বাড়ির ঝামেলা হোক বা ভারতের চন্দ্রযান উতেক্ষপণ যেকোনো বিষয় নিয়ে বাঙালির জ্ঞান দেওয়ার শেষ নেই। এবার ইডিকেও জ্ঞান দিতে ছাড়ল না রাজ্যবাসী। হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশের পর বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে রাতারাতি কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছে ইডি। আর ওদিকে কাকুর সেই 'অমূল্য' কণ্ঠস্বরের নমুনা আর কি কি ভাবে, কোন সহজ উপায়ে সংগ্রহ করা যেত এই নিয়ে বন্যার জলের মতো পরামর্শ এসেই চলেছে ইডির ইমেলে। আর যা নিয়ে রীতিমতো হাপিয়ে উঠেছে ইডি।

ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। তখন কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা পেতে মরিয়া ইডি। সেই নমুনা সংগ্রহ করতে সোজা এসএসকেএম এও পৌঁছে যায় ইডি। তবে সেখানে গিয়েই অফিসাররা জানতে পারে তার আগের রাতেই হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'কালীঘাটের কাকু'কে তড়িঘড়ি তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। তাই তিনি কণ্ঠস্বর দেওয়ার মত অবস্থায় নেই। এরপর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও সেই বার খালি হাতেই ফিরেছিল ইডি।

প্রসঙ্গত, ইডি যেই সময় সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই সময় থেকেই এসএসকেএমএ ভর্তি হয়ে যান কালীঘাটের কাকু। আর সেই একই সময় থেকেই ইডির ইমেল আসতে থাকে সাধারণ মানুষের 'পরামর্শ'।

ইমেলে কেউ লিখেছেন, 'আপনারা এত বোকা কেন! আদালতে যাতায়াতের পথে কখনও না কখনও তো কাকু কথা বলে থাকেন। সেই সময় কণ্ঠস্বরের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়!' কেউ আবার লিখেছেন, 'আপনারা এত ছোটাছুটি করছেন কেন? কাকুর দেওয়া কোনও টিভি সাক্ষাতকারের অংশকে নমুনা হিসাবে নিলেই তো সব মিটে যায়।' শুধু এই দু-একটি নয়, এরম আরও হাজারটা পরামর্শ এসেই চলেছে।

এই প্রসঙ্গে এক অবাঙালি ইডি আধিকারিক বলেন, প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের এই সমস্ত পরামর্শ পড়তে বেশ মজা লাগলেও যখন থেকে খুব বেশি পরিমাণে ইমেল আসতে শুরু করল তখন থেকে গোটা বিষয়টি সমস্যার হয়ে গেল। দরকারি ইমেলই খুঁজে পাওয়া চাপের হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। ইডির আধিকারিকদের সাফ কথা, 'এভিডেন্স অ্যাক্ট'-এর আওতায় ইমেলে আসা পরামর্শের কোনোভাবেই কাকুর কণ্ঠের নমুনা সংগ্রহ করলে আদালতে তা গ্রাহ্য হত না। তা করতে হত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সাউন্ড প্রুফ ঘরে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ, আইনজীবী, চিকিৎসক, সাক্ষ্য প্রমুখের উপস্থিতিতেই।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যে প্রসবণ থেকে এই নদীর উৎপত্তি তা ছিল প্লক্ষাবৃক্ষের নিকটে, তাই একে বলা হতো প্লক্ষাবতরণ। ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা যমুনা ছিল অপ্রধান নদী, সরস্বতী নদীই ছিল সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এর তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থভূমি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থান দেবনির্মিত স্থান হিসেবে বিবেচ্য হত। ব্রাহ্মণ ও মহাভারতে উল্লেখিত সারস্বত যজ্ঞ এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত। **ক্রমশঃ**

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প কি অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান এনিয়ে নানা দেশের নানা মতামত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

মানসিক চাপ অনেক বেশি।তবে নিম্নবিত্ত মানুষের কথা ভুলে ফিরে তাকানো যাক তুলনায় স্বচ্ছল ক্ষেত্রে। সেখানেও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অল্প কয়েক দিনের জন্যে চালু হওয়া কিছু ব্যবস্থা কোভিড-পরবর্তী ক্ষেত্রে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। অনলাইন ব্যবস্থা যদিও বা চালু থাকে, সবথেকে মুশকিল হবে পরীক্ষার ক্ষেত্রে। বাড়িতে বসে পড়াশোনা এগোলেও, পরীক্ষার ক্ষেত্রে এক জায়গায় গিয়ে বসা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। আপাতত না হয় বোর্ডের পরীক্ষা বাদে বাকি সব ক্লাসে পাশ করিয়ে দেওয়া গেল। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস সংকটের কারণে স্কুল বন্ধ হওয়ায় ১৮৬টি দেশে ১.২ কোটিরও বেশি শিশু শিক্ষার বাহিরে ছিল। তবে ই-লার্নিংয়ের স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কার্যক্রম পুনরায় চালু হওয়ায় শিক্ষা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যার মাধ্যমে দূরবর্তী অবস্থান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাদান চলছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে অনলাইন শিক্ষাগ্রহণে তথ্যের আদান প্রদানের ধরন পরিবর্তন হয়েছে এবং সময় কম প্রয়োজন হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সকল উন্নত দেশ অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করছে। চীন, ডেনমার্ক ও দক্ষিণ কোরিয়ায় শিক্ষার্থীরা অনলাইনে তাদের শিক্ষকদের নিকট রোল কলে সাড়া দিচ্ছে। যদিও বিশ্বের অনেক জায়গায় হঠাৎ করে শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে কেউ কেউ ভাবছেন যে অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণ গ্রহণ কীভাবে করোনাভাইরাস সংকটে বহাল থাকবে এবং কীভাবে এই পরিবর্তনটি বিশ্বব্যাপী শিক্ষার বাজারকে প্রভাবিত করবে? সেই লক্ষ্য কোভিড-১৯ ইস্যুতে বিভিন্ন অ্যাপস, ভার্চুয়াল টিউটরিং, ভিডিও কনফারেন্সিং সরঞ্জাম বা অনলাইন লার্নিং সফটওয়্যার ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চীন সরকার প্রায় এক বিলিয়ন শিক্ষার্থীদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পড়াশুনা পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেয়, ফলে টেনসেন্ট অ্যাপ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে চীনে। পরবর্তীতে উহানে টেনসেন্ট অ্যাপে অনলাইন ক্লাসে প্রায় ৭,৩০,০০০ বা কে-১২ শিক্ষার্থীর ৮১% অনলাইন শিক্ষায় উপস্থিত হয়েছে যা শিক্ষার ইতিহাসে বৃহত্তম।এছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী দেশ, বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থী এ জাতীয় ই-লার্নিংয়ে অভ্যস্ত নয়। শুধু শিক্ষার্থীরা নয় স্কুল ও কলেজের অনেক শিক্ষকই গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতিকে বেশি পছন্দ করেন। আমার পর্যবেক্ষণে, এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাসে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (পিপিটি) এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নন। উল্লেখিত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন শিক্ষা ব্যয়বহুলও। অনলাইন শিক্ষার জন্য যেসব সরঞ্জাম দরকার, আমাদের শিক্ষার্থীদের সেগুলো ক্রয় করতে যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীর সেটা নেই। এছাড়াও অনেকের ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম থাকলেও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে না। কারণ দুর্বল নেটওয়ার্ক ও নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত অনেকের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব। তাই অনলাইন শিক্ষার গৃহীত পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়ন কিছুটা সংশয়ের মুখে।তবে আমার একটি ব্যাচের কথা বলি যেখানে আমি তিনটি ক্লাস নিয়েছি, সর্বোচ্চ উপস্থিতির হার ৫০% এবং অন্য সহকর্মীদের সাথে কথা বলে জানতে পারি যে তাদের ক্ষেত্রে একই রকম চিত্র। ব্যতিক্রমও আছে, কোনো কোনো ব্যাচে ৬০-৭০% উপস্থিত হয়ে থাকে। উপস্থিতির হার কম হওয়ার কারণ হলো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই। আমাদের দেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলকে পুরোপুরি ফ্রি ইন্টারনেট সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তাই সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিউ নরমাল পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরকে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ফ্রি ইন্টারনেট সেবা এখন সময়ের দাবি। যেসব শিক্ষার্থীর আর্থিক সমস্যা রয়েছে তাদেরকে শনাক্ত করে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অনুযায়ী ঐসব শিক্ষার্থীকে ফ্রি ইন্টারনেট দিতে পারলে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। এদিকে সার্বিক বিবেচনায় করোনাভাইরাস সংকটে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য অনলাইন শিক্ষার বিকল্প নেই। অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সেশনজট কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের মেধা ও চিন্তা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। অন্যথায় সমাজের নেতিবাচক বিভিন্ন বিষয়ে তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বে যা পরে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বাড়াতে পারে। শুধু বাংলাদেশে সমস্যা রয়েছে এমন নয়, নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অথবা স্মার্টফোন ব্যতীত অন্য দেশের কিছু শিক্ষার্থীও অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে লড়াই করছে যার মধ্যে সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া রয়েছে। তবেই সবশেষে আসা যাক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। উচ্চশিক্ষায় আমাদের দেশের সবথেকে মেধাবী পড়ুয়ারা সাধারণত বিদেশে যান, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপ, এবং অস্ট্রেলিয়ায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকের ছেলেমেয়েরাই এখন গবেষণার কাজে বিদেশে। প্রাথমিক সমস্যা তাদের দেশে ফেরা নিয়ে। আর একবার দেশে ফিরলে এই করোনা পরিস্থিতিতে সেই দেশগুলোয় আবার ফিরে যাওয়া যাবে কিনা সেই নিয়েও প্রচুর ধন্দ বর্তমান। এর সঙ্গে যোগ করা যাক সামনের বছরগুলোতে যারা বিদেশ যাওয়ার কথা ভাবছে সেই ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা। আমাদের দেশের সবথেকে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটা বড় অংশের পড়ুয়া গবেষণার কাজে বিদেশ যায়। তাদের বেশিরভাগ আবার উপযুক্ত কাজ খুঁজে নিয়ে থেকে যায় সেই উন্নত দেশগুলোতেই। করোনা পরিস্থিতিতে তাদের বিদেশযাত্রা কমতে শুরু করলে দেশের স্নাতকোত্তর স্তরে প্রতিযোগিতা বাড়বে সাংঘাতিকভাবে। এর সুদূরপ্রসারী ফলের কথা ভাবতে গেলে নিশ্চিন্তে থাকা মুশকিল।এদিকে আবার অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিকে জোরালো সমর্থন করছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তাঁদের মতে, অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব হচেছ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, “নতুন ব্যবস্থায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তবে চেষ্টা করছে। আমার বিশ্বাস আগামী দিনে সবাই অনলাইনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ভরসা রাখছি। এটা ঠিক স্কুলের ক্লাসের কোনও বিকল্প নেই। তবে এক্ষেত্রে টেককনিক্যালি কিছু বাধা রয়েছে। আমরা বলেছি, ফি বৃদ্ধি করবেন না। মানবিকতার বিরুদ্ধে কাজ করছে।”

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

জাহ্নবীর শরীরের বিউটি স্পট দেখতে চেয়ে ক্ষুদেবার্তা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করে আলোচনায় এসেছেন বলিউডের নতুন প্রজন্মের নায়িকা জাহ্নবী কাপুর ও তার বোন খুশি কাপুর। 'কফি উইথ করণ'র সাম্প্রতিক পর্বে অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন তারা দুই বোন। এরপর থেকেই তারা চর্চায় রয়েছেন।

আলোচিত এ চ্যাট শোয়ের বিখ্যাত র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে জাহ্নবী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যতটা সম্ভব সত্যি কথাটি তুলে ধরবেন। তার বোন খুশি প্রথমবারের মতো এ শোয়ে উপস্থিত ছিলেন।

তবে জাহ্নবী এর আগেও কয়েকবার কফি উইথ করণে আসলেও কফি হ্যাম্পার জেতার সুযোগ আসেনি। সেই রাউন্ডেই জাহ্নবীর এক উত্তর শুনে অবাক করণ থেকে শুরু করে তার ভক্তরা।

করণ যখন জাহ্নবীকে তার কাছে আসা কোনো অভিনেতার পক্ষ থেকে পাওয়া 'ফ্লার্টি মেসেজ' সম্পর্কে জানতে চান, তখন জাহ্নবীর উত্তর শুনে অবাক হয়ে যান পরিচালক-প্রযোজক।

খুশিকে সতর্ক করে দিয়ে জাহ্নবী বলেন, 'আমার মনে হয় তুমি আমার কথা শুনে চিৎকার করবে।' এরপর তিনি করণকে মেসেজটি সম্পর্কে বলেন, এক ব্যক্তি তাকে মেসেজ করে আমি কি আপনার সমস্ত বিউটি স্পট দেখতে পারি? জাহ্নবীর এ কথা শুনে হাসতে হাসতে করণ জানতে চান, তার কত সুন্দর জায়গা রয়েছে।

র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে, করণ জাহ্নবীর সঙ্গে একটি গেম খেলেন এবং তাকে বলিউডের কিছু অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে খুশির জন্য একটি পরামর্শ শেয়ার করতে বলেছিলেন।

বরুণ ধাওয়ান সম্পর্কে জানতে চাইলে জাহ্নবী বলেন, 'বেবিসিটিংয়ের জন্য রেডি হয়ে যাও'। ২০২৩ সালে প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাওয়া নীতেশ তিওয়ারির 'বাওয়াল' সিনেমাতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন জাহ্নবী ও বরুণ।

জাহ্নবীকে অনন্যা পান্ডে সম্পর্কে এই প্রশ্ন করা হলে, জাহ্নবী বলেন, 'এটা নিশ্চিত করো যাতে দুজনেই এক ছেলের সঙ্গে প্রেম না কর'। খুশি ও অনন্যা দুজনেই ঈশান খট্টরের সঙ্গে প্রেম করেছেন। ২০১৮ সালে ঈশানের সঙ্গে হিন্দি সিনেমায় অভিষেক হয়েছে জাহ্নবীর।

আমিরের প্রেম রহস্য

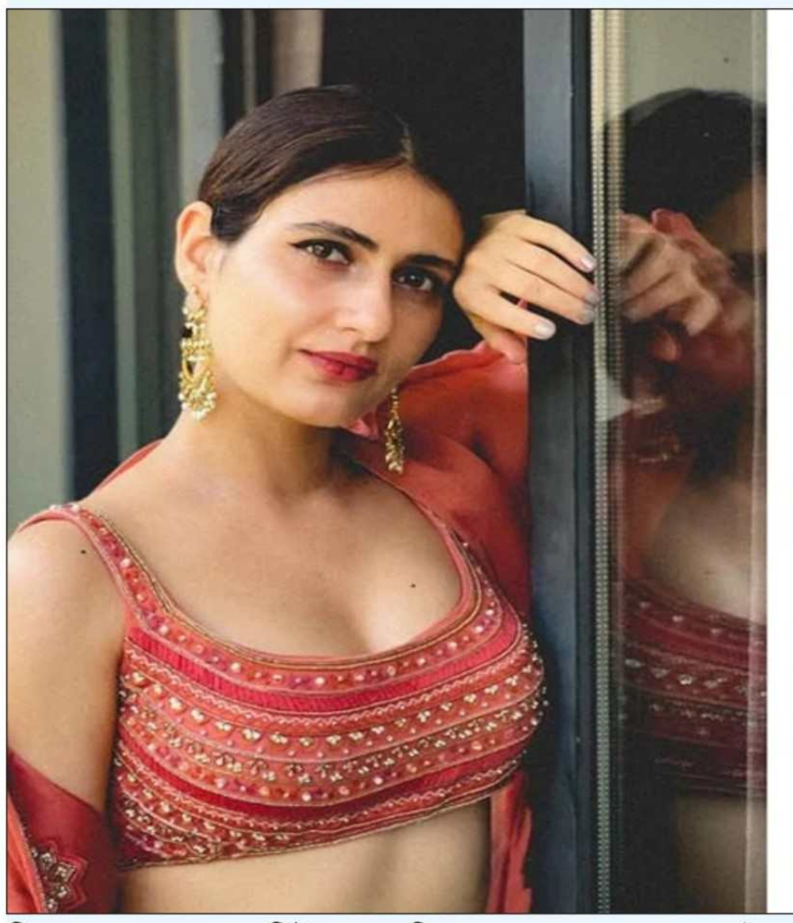

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রেমের রহস্য যেনো কাটছে না আমির খানের। কন্যা ইরার বিয়ে ধরেই সেই রহস্য হয়েছে আরো জটিল। গত বছরের শেষের দিকে দীর্ঘ দিনের প্রেমিক নূপুর শিখরের সঙ্গে বাগদান সেরেছিলেন আমির কন্যা ইরা খান। নতুন বছরের শুরুতে নূপুরের সঙ্গে চার হাত এক করেন ইরা।

গত ৩ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে আইনিভাবেই বিয়ের কাজ সেরে ফেলেছে ইরা দম্পতি। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই পরিবারের সদস্য ও কাছের বন্ধুরা।

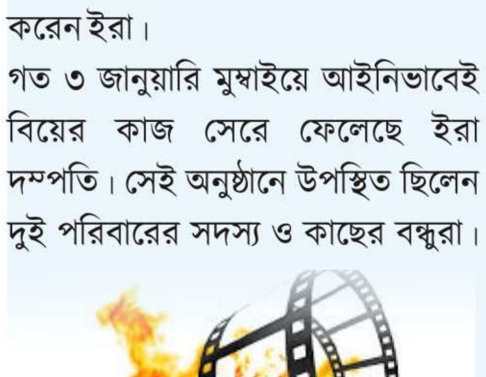

এ বার পালা উদয়পুরেরর। সেখানে সাবেকি রীতি মেনে বিয়ে হবে তাদের। খবর, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে চলেছেন শাহরুখ খান, সলমন খানের মতো তারকারা। তবে মুম্বাইয়ে আইনি বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি আমিরের চর্চিত প্রেমিকা ও বলিউড অভিনেত্রী ফাতিমা সানা শেখকে। উদয়পুরের অনুষ্ঠানেও কি অনুপস্থিত থাকবেন তিনি?

আমির ও ফাতিমার প্রেমের গুঞ্জন বলিপাড়ায় নতুন নয়। বলিউডে ফাতিমার আত্মপ্রকাশ আমিরের হাত ধরেই ‘দঙ্গল’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে হাতেখড়ি তার। তার পরে 'থাগস অফ হিন্দুস্তান' ছবিতেও একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আমির ও ফাতিমা। ২০২১ সালে দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর আরও বাড়ে প্রেমের জল্পনা। গত বছর ইরার বাগদান অনুষ্ঠানে গোড়া থেকেই হাজির ছিলেন ফাতিমা। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে এখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি নায়িকার। তবে কি আমিরের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হল ফাতিমার? সেই কৌতূহলের মধ্যেই আমিরকে দেখা গেল প্রাক্তন দুই স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ের মেহেন্দির অনুষ্ঠানে নাচতে। সামাজি যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভিডিও।

মুম্বাইয়ে আইনি বিয়ের আগেও একাধিক অনুষ্ঠানে এক ফ্রেমে দেখা গিয়েছিল আমিরের দুই প্রাক্তন স্ত্রী রিনা দত্ত ও কিরণ রাওকে। একই ধরনের ভিন্ন রঙের শাড়ি পরে হাজির হয়েছিলেন রিনা ও কিরণ। উদয়পুরে বিয়ের অনুষ্ঠানেও ঝলক দেখা গেল তাদের সখ্যের। ছেলেমেয়েদের নিয়ে উদযাপনে মেতে উঠলেন আমিরের দুই প্রাক্তন স্ত্রী। যোগ দিলেন আমির নিজেও। দেখা গেল তাঁর দুই ছেলে জুনেদ খান ও আজাদ রাওকে।

ভক্তদের জন্য নতুন বার্তা দিলেন অঙ্কুশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পুরোদমে 'মির্জা' সিনেমার শুটিং করছিলেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। এটি তার প্রযোজিত প্রথম সিনেমা। কিন্তু শুটিংয়ের মাঝেই ছন্দপতন ঘটেছে।

অঙ্কুশ হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন- এ সংবাদ আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শত বাধা পেলেও থেমে নেই নায়ক। এ কথাই ইনস্টাগ্রামে জানালেন তিনি।

ইনস্টাগ্রামে একটি নতুন ছবি পোস্ট করেছেন অঙ্কুশ। এতে দেখা যাচ্ছে জিমে ঘাম ঝরাচ্ছেন অভিনেতা। এতে নতুন বার্তা দিয়েছেন তিনি। বার্তায় অঙ্কুশ লেখেন, 'শরীরে চোট লাগতে পারে, কিন্তু মাথায় নয়। জীবনের চাকা তো চলবেই। খুব তাড়াতাড়ি ফ্লোরে ফিরব।'

এদিকে আহত হওয়ার পর গত ৩১ ডিসেম্বর নায়ক লিখেছিন, ২০২৪ সালটা মনে হচ্ছে আমার জন্য এরকমই কাটবে। 'মির্জা'র স্টান্ট করতে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। অসহ্য ব্যথা, কিন্তু তবুও এই বছরটা আমার কাছে বিশেষ জায়গা দখল করে থাকবে।

কারণ চলতি বছরে 'মির্জা'ই হতে যাচ্ছে অঙ্কুশের প্রথম সিনেমা। অঙ্কুশ লিখেছেন, 'এই সিনেমার জন্য আমি নিজের রক্ত এবং ঘাম ঝরাতে রাজি। আপনাদের আশীর্বাদ চাই।'

ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারকে অঙ্কুশ জানান, কেবল (তার) নিয়ে অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করতে গিয়ে মালাইচাকিতে আঘাত পেয়েছেন। নিজের প্রযোজিত প্রথম সিনেমা, তাই পরিশ্রম করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হবেন না তিনি।

মনোজ বাজপেয়ীর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার গুঞ্জন

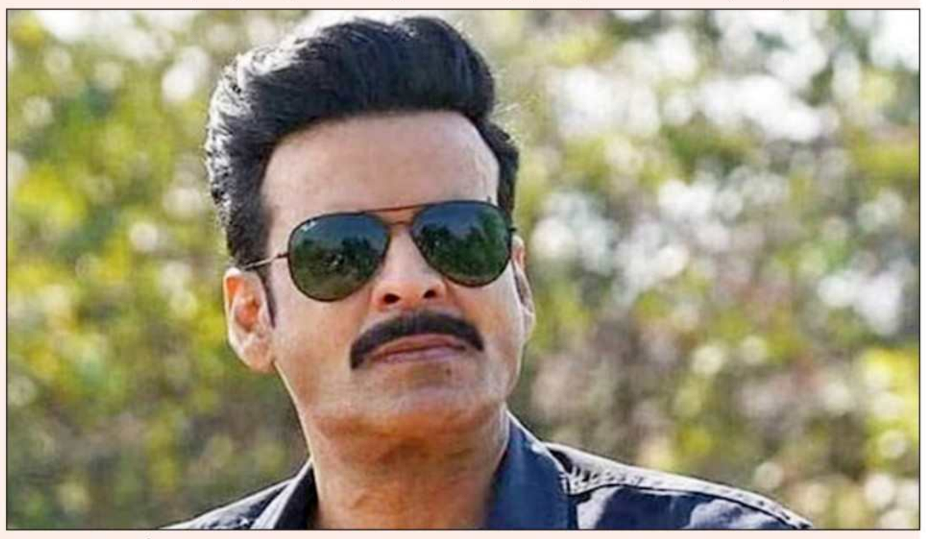

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ীর লোকসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে। একটি অনলাইন গণমাধ্যমের খবরে জানা যায়, রাজনীতির মাঠে নামছেন এ অভিনেতা।

এমনকী ২০২৪ সালেরর নির্বাচনে ভোটেও দাঁড়াচেছন মনোজ বাজপেয়ী। এমন সংবাদ প্রকাশের পরেই নীরবতা ভেঙে ওই সংবাদমাধ্যমকে রীতিমতো একহাত নিলেন অভিনেতা!

৪ জানুয়ারি একটি খবরের পোর্টাল এক্স প্ল্যাটফর্মে জানায় যে, বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলা থেকে লোকসভা নির্বাচনে লড়তে পারেন মনোজ বাজপেয়ী। ফলে এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী তা নজরে আসে মনোজ বাজপেয়ীর। এই জল্পনা একপ্রকার উড়িয়ে দিয়ে মনোজ লেখেন, আচ্ছা এটা বলুন যে, এই কথাটা আপনাদের কে বলল? না কি কাল স্বপ্ন দেখেছিলেন? বলুন বলুন!

এদিকে নতুন বছরের প্রথম দিনেই নিজের পোস্টের মাধ্যমে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা। ইনস্টাগ্রামে গত ১ জানুয়ারি তিনি শার্টলেস রূপে ধরা দিয়েছিলেন। ছবিতে স্পষ্ট যে, নিজের অ্যাবস ফ্লন্ট করার জন্যই অভিনেতার এমন পোস্ট। ক্যাপশনে মনোজ লিখেছেন, 'নতুন বছর, নতুন আমি! আমার শরীরে সুস্বাদু স্যুপের প্রভাব শুধু দেখুন। একেবারে কিলার লুক না)?' আসলে শব্দ নিয়ে মজার খেলায় মেতেছিলেন অভিনেতা। কারণ তার পরবর্তী প্রজেক্টের নামই হল 'কিলার স্যুপ'। নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে সেটি।

রেকর্ড অর্জনের
পথ ধরে আরও অনেক দূর যেতে চান পেরি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটে তারকা এলিস পেরির ক্যারিয়ার অনেক সমৃদ্ধ। অনেক ইতিহাস, রেকর্ড আর অর্জনে সমৃদ্ধ তার ক্যারিয়ার। এবার আরও এক প্রথম অর্জন করলেন তিনি। ০৭ জানুয়ারি) মুম্বাইয়ে ভারতের বিপক্ষে নেমে প্রথম নারী অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে খেললেন তিনশ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তবে পেস বোলিং অলরাউন্ডার পেরি চারশ ম্যাচ খেলতে চান। নারী ক্রিকেটে তিনশ ম্যাচ খেলার মাইলফলক ছুঁয়েছেন ভারতের মিতালি রাজ, ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ড ও নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস।

সেই ২০০৭ সালে ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক পেরির। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার তিনি। তখন ফুটবল-ক্রিকেট, দুটিই খেলতেন সমান তালে। ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক অভিষেকে সপ্তাহ দুয়েক পর আন্তর্জাতিক ফুটবলেও মাঠে নামেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে। ডিফেন্ডার হয়েও অভিষেক ম্যাচে গোলের দেখা পেয়ে যান হংকংয়ের বিপক্ষে।

প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পান ক্রিকেটেই। ২০০৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেন তিনি। পরের বছরই প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পান টি-টোয়েন্টিতে। ফুটবলও তখন চালিয়ে যাচ্ছেন দারুণভাবেই। ২০১১ সালে জার্মানিতে ফুটবল বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া দলে জায়গা পান। নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে বদলি হিসেবে প্রথমবার মাঠে নামেন বিশ্বকাপে। কোয়ার্টার-ফাইনালে গোলও করেন সুইডেনের বিপক্ষে। একটা পর্যায়ে পেশাদার জগতের দাবি মিটিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হয় একটি খেলাকে। ক্রিকেটকে বেছে নিয়ে যে ভুল করেননি, তা প্রমাণ হয় ক্রমেই। অসাধারণ পারফরম্যান্সে দারুণ সব অর্জনে রাঙান নিজেকে।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এখনও পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও ছয়টি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি। জিতেছেন কমনওয়েলথ গেমসের সোনা। ব্যক্তিগত অর্জন তো বলে শেষ করা যাবে না। আইসিসির বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন ৩ দফায়, আইসিসির দশক সেরা (২০১১-২০) ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারও তিনিই, উইজডেনের লিডিং উইমেন ক্রিকেটার হয়েছেন ২ বার। উইজডেন অ্যালমানাকের বর্ষসেরা তো হয়েছেনই। অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা হয়েছেন ৩ দফায়, অ্যাশেজের প্লেয়ার অব দা সিরিজ জিতেছেন ৩ বার। এছাড়াও পরিসংখ্যানের পাতায় রেকর্ড, অর্জন তার অসংখ্য। সেখানেই এবার যোগ হলো এবার ৩০০ ম্যাচের মাইলফলক। ৪০০ ম্যাচেও দৃষ্টি আছে কি না, এই প্রশ্নে পেরি বললেন, এভাবেই তিনি ছুটে যেতে যান আরও অনেক দূর।

ক্যারিয়ারে গত কয়েক বছর কিছু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। ২০২০ সালে বেশ বাজে চোটের শিকার হতে হয়েছিল। ফিরে এসেছেন সেখান থেকে। ২০২২ সালের শুরুর দিকে টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরে আবার নিজের খেলা শানিত করে দলে ফিরেছেন এবং টি-টোয়েন্টি দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছেন।

পেরির এই সুদীর্ঘ ক্যারিয়ারের পথচলায় মেয়েদের ক্রিকেটও অনেক বিবর্তনের পালায় গিয়েছে। মেয়েদের ক্রিকেটে অর্থের সংযোগ বেড়েছে, ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বেড়েছে, দল বেড়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে এবং জনপ্রিয়তাও এখন বেড়েছে তুমুলভাবে। ২০২০ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ৮৬ হাজার দর্শকের সামনে খেলেছেন পেরিরা। শুরুর সময়টার কথা ভাবলে এসব এখন অবিশ্বাস্য লাগে পেরির। তিনি জানান, আমার অভিষেক ম্যাচের দিন ডারউইনে সম্ভবত ৩০ জন দর্শক ছিল। সেখান থেকে এখন যে পর্যায়ে এসেছি আমরা, বিস্ময় ও মুগ্ধতার শেষ নেই আমার, সত্যিই দারুণ ব্যাপার এটি।

এফএ কাপ:
লিভারপুলের কাছে হেরে আর্সেনালের বিদায়

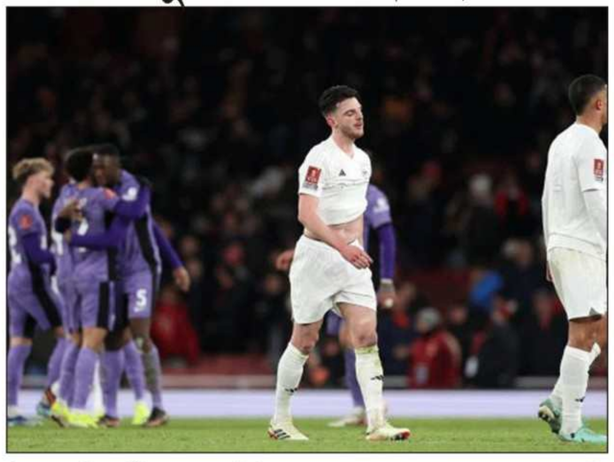

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আক্রমণের ঝড় তুলল আর্সেনাল; তবে শুধু গোলটাই পেল না তারা। অন্যদিকে শুরুর বিবর্ণতা কাটিয়ে শেষ দিকে চেষ্টা করতে থাকল লিভারপুল; তাতেই আত্মঘাতী হয়ে উঠলেন আর্সেনালের ইয়াকুব কিভিওর। শেষ দিকে আরও একবার জালে বল জড়িয়ে এফএ কাপের রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে ০৭ জানুয়ারি এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ২-০ গোলে জিতেছে প্রতিযোগিতার আটবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। ৮০তম মিনিটে আত্মঘাতী গোলটি করেন আর্সেনালের পোলিশ ডিফেন্ডার ইয়াকুব। যোগ করা সময়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লুইস দিয়াস।

পুরো ম্যাচের চিত্রের সঙ্গে স্কোরলাইনের মিল অবশ্য নেই। গোলের জন্য নেওয়া মোট ১৮ শটের পাঁচটি পোস্টে রেখেও জালের দেখা পায়নি আর্সেনাল। শেষ দিকে ছন্দ ফিরে পেয়ে ১২টি শট নিয়ে মাত্র তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে লিভারপুল; জয়ের জন্য সেটাই হয় যথেষ্ট।

তৃতীয় মিনিটেই দারুণ সুযোগ কড়া নাড়ে আর্সেনালের দুয়ারে। গোলরক্ষক অ্যারন র‍্যামসডেলের জোরাল কিকে বল পেয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন রেইসিস নেলসন, কিন্তু আগুয়ান গোলরক্ষক আলিসনকে কাটাতে গিয়ে বলে স্পর্শ জোরে হওয়ায় সময়মতো শট নিতে পারেননি তিনি। দেরিতে নেওয়া শট বাইরের জাল কাঁপায়।

ফুটে ওঠে লিভারপুলের রক্ষণের দুর্বলতা। দ্বাদশ মিনিটেও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি আর্তেতার দল। বাইলাইনের একটু উপর থেকে কাই হাভার্টজের কাটব্যাকে লেনসনের শট প্রতিহত হওয়ার পর বল যায় মার্টিন ওডেগোরের পায়ে। নরওয়ের এই মিডফিল্ডারের শট ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরে। ফিরতি শটে বুকায়ো সাকাও খুঁজে পাননি ঠিকানা। মোহামেদ সালাহর অনুপস্থিতিতে লিভারপুলের আক্রমণভাগ ছিল বিবর্ণ। তবে ৪৫তম মিনিটে তারাও পারত এগিয়ে যেতে। কিন্তু ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরেকটি ভালো সুযোগ নষ্টের হতাশায় পুড়তে হয় আর্সেনালকে। লং পাস ধরে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন সাকা, কিন্তু গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকা জো গোমেসকে ফাঁকি দিয়ে ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি তিনি। তার দুর্বল শট সহজে গ্লাভসে জমান আলিসন। ৫৭তম মিনিটে সাকার সাইড ভলি উড়ে যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। শেষ দিকে আর্সেনালের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে লিভারপুল। তাতেই ভেঙে পড়ে গানাররা। ৮০তম মিনিটে অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের ফ্রি কিক হেডে ফেরাতে গিয়ে নিজেদের জালে জড়িয়ে দেন পোলিশ ডিফেন্ডার কিভিওর।

যোগ করা সময়ে পাল্টা আক্রমণ থেকে দিয়াস ব্যবধান দ্বিগুণ করলে আর্সেনালের ঘুরে দাঁড়ানোর আশা শেষ হয়ে যায়। এফএ কাপে আর্সেনালের বিপক্ষে টানা তিন হারের পর জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল।

নেই হার্দিক-সূর্যকুমার
এক বছর পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে রোহিত-কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক বছরেরও বেশি সময় পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরলেন দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দলে ডাকা হয়েছে তাদের।

রোহিত দলে ফিরছেন অধিনায়ক হয়েই। তবে চোটের কারণে নেই হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদব। ইনজুরির কারণে খেলতে পারবেন না রুতুরাজ গায়কোয়াড়ও।

রোহিত এবং কোহলি সবশেষ ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপে। ইংল্যান্ডের কাছে সেমিতে হেরে সে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েছিল ভারত।

ওই বিশ্বকাপের পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলকে বেশিরভাগ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে হার্দিক চোটে পড়ার পর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সূর্যকুমার যাদব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সূর্যকুমারের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ভারত। সেখানে সিরিজের শেষ ম্যাচে জোহানেসবার্গে খেলতে নেমে গোড়ালির ইনজুরিতে পড়েছেন সূর্য। এরপর তার গোড়ালিতে সার্জারি করা হয়। পুনর্বাসনের জন্য তার কয়েক মাস সময় লাগবে।

অন্যদিকে ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নেমে গোড়ালির ইনজুরিতে পড়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। এখন পর্যন্ত এই অলরাউন্ডারের আর মাঠে ফেরা হয়নি।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শুরু হবে। পরের দুই টি-টোয়েন্টি ১৪ এবং ১৭ জানুয়ারি।

ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, জসশ্বী জ্যাসওয়েল, বিরাট কোহলি, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শিভাম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণুই, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, আভেশ খান, মুকেশ কুমার।

ছুটি কাটিয়ে মায়ামিতে মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লম্বা ছুটি শেষে আর্জেন্টিনা থেকে ইন্টার মায়ামিতে ফিরেছেন লিওনেল মেসি। খুব শিগগিরই ক্লাবের প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন এই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ইন্টার মায়ামির প্রাক-মৌসুম ছাড়াও এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি সারবেন মেসি।

গত বছরের ২১ নভেম্বর সবশেষে ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সেই ম্যাচটি ছিল ব্রাজিলের বিপক্ষে। বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামে গড়ানো সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জিতে যায় আর্জেন্টিনা। এ বছর এখন পর্যন্ত মাঠে নামেননি মেসি। আগামী ১৯ জানুয়ারি এল সালভাদোরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। এই ম্যাচ দিয়েই ফিরবেন মেসি। এরপর প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতির ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। যেখানে এফসি ডালাস, সৌদি প্রো লিগে নেইমারের আল হিলাল এবং রোনালদোর আল নাসরের বিপক্ষে মাঠে নামবেন মেসিরা। এছাড়া হংকং লিগ টিম, জাপানের ভিসেল কোচে এবং মেসির শৈশবের ক্লাব নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষেও ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি। এরপর শুরু হবে লিগের খেলা। পাশাপাশি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচও আছে সামনে।

প্রোটিয়াদের দল দেখে
কেন অবাক হয়েছেন ডি ভিলিয়ার্স?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ১৪ জনের দলে ৭ জন ক্রিকেটারই এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি। এতো বেশি অনভিজ্ঞ ক্রিকেটদের নিয়ে গঠিত দল দেখে অবাক হয়েছেন সাবেক প্রোটিয়া অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স।

দক্ষিণ আফ্রিকা আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলবে। সে টেস্ট সিরিজের জন্য যাদের দলে নেয়া হয়েছে, তাদের অনেককেই ডি ভিলিয়ার্স-ও চেনেন না বলে জানিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ২০-কে প্রাধান্য দেয়ায় বোর্ডের সমালোচনা করেছেন অনেকেই।

যদিও পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডে এমন দল পাঠানোর কারণ-ও ব্যাখ্যা করেছে বোর্ড। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রাধান্য দিয়েই টেস্ট সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নিয়মিত ক্রিকেটাররা। তাদের এমন সিদ্ধান্তে এবার মুখ খুলেছেন ডি ভিলিয়ার্স।

সাবেক প্রোটিয়া অধিনায়ক বলেন, 'এটি (নিউজিল্যান্ড সফরের দক্ষিণ আফ্রিকা দল) ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেক আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে টেস্ট ক্রিকেট চাপে আছে। যার ফলে এমনকি ওয়ানডে ক্রিকেটও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দিকে চলে যাচ্ছে। ক্রিকেটার, বোর্ড এবং কোচেরা সেই দিকেই নজর দেবেন যেখানে টাকা বেশি। ফলে তাদের পরিবারের সাথে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করায় আপনারা তাদেরকে দোষারোপ করতে পারবেন না।'

এদিকে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি ভিলিয়ার্স দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্ট নিয়েও কথা বলেন। সেখানে তিনি পেসারদের রাজত্ব করা সেই পিচ দেখে তিনিও ভড়কে গিয়েছেন।

ডি ভিলিয়ার্স বলেন, আমার মতে এটি অনেক অবাক করার মত উইকেট ছিল। উইকেটে প্রথম দিন থেকেই (বলের) লাফালাফির ব্যাপারটি আমার মনে আছে। প্রথম দিনে যদি আপনি প্রথম সেশনটা পার করে দিতে পারেন তাহলে (ব্যাট করা) আপনার জন্য সহজতর হবে। যদি দেখেন যে ক্রিকেটাররা বসে না থেকে তাদের মন মত শট খেলছে তাহলে মনে করবেন তারা ঠিক আছে। আমার মনে আছে বেন স্টোকস সেখানে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিল। আমারও সেখানে কয়েকটি সেঞ্চুরি আছে।'

চোট সমস্যায়
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়ালেন নাদাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শঙ্কাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দিয়ে গ্র্যান্ড স্লামে ফেরা হলো না রাফায়েল নাদালের। নিতম্বের চোটে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন স্প্যানিশ তারকা।

ব্রিজবেন ইন্টারন্যাশনালে গত শুক্রবার এই চোট পান নাদাল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোববার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানান ৩৭ বছর বয়সী তারকা। নিতম্বের চোটেই প্রায় এক বছর কোর্টের বাইরে ছিলেন নাদাল। গত বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়া ম্যাচে ওই চোট পান ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী। এরপর জুনে হয় তার অস্ত্রোপচার।

ব্রিজবেন ইন্টারন্যাশনালে দ্বৈতের লড়াই দিয়ে কোর্টে ফিরে হেরে যান তিনি। তবে এককে প্রথম দুই ম্যাচই জেতেন সরাসরি সেটে। কিন্তু কোয়ার্টার-ফাইনালে জর্ডান থম্পসনের বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচে আবার নিতম্বে চোট পান তিনি। নাদাল জানিয়েছেন, স্ক্যান রিপোর্টে পেশিতে ছোট একটি 'টিয়ার' ধরা পড়েছে। তবে তার আগের দীর্ঘমেয়াদী চোটের মতো একই জায়গায় নয় এটি। এখন দেশে ফিরে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে চান তিনি।

তিনি বলেন, এই প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং সবসময় বলেছি, আমার লক্ষ্য তিন মাসে আমার সেরা অবস্থায় থাকা। আমি সত্যিই অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে চেয়েছিলাম। আমি কয়েকটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি, যা আমাকে খুব খুশি এবং ইতিবাচক করেছে। সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, শিগগিরই দেখা হবে।"

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR